আইন ও বিচার বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	আইন ও বিচার বিভাগ	২	২	-	-	১	১	৩৩.৩৩%-৭৫%	১	৪৪.২৫%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বিপরীতে অন্তর্ভুক্ত ০২ (দুই)টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল : সমাপ্ত প্রকল্প ০২ (দুই)টির মধ্যে মূল অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালের বৃদ্ধি ঘটে এবং ১টির বাস্তবায়নকালের বৃদ্ধি ঘটে ।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্মাণ, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশ :

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পের নাম ঃ "২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৬৩টি উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ	
৪.১ **পিসিআর-এ যথাযথ তথ্য না দেয়া:** প্রাপ্ত পিসিআর-এ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রার এবং বরিশালের মুলাদি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের অসমাপ্ত কাজের উল্লেখ নেই। এছাড়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে ২৪টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান থাকলেও এ বিষয়ে পিসিআর-এ কোন তথ্য সন্নিবেশ করা হয়নি;	৪.১ ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণকালে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রতিফলন নিশ্চিত করবে (অনু: ১৩.১);
৪.২ **ডিপিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়:** অনুমোদিত অংগসমূহের মধ্যে সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত (স্টেশনারী ক্রয় ৩.০০ লক্ষ, অভ্যন্তরীণ পয়:প্রণালী ২.০৪ লক্ষ, কম্পাউন্ড রোড ২.০৩ লক্ষ, বাউন্ডারী ওয়াল ৭৮.২৫ লক্ষ, আসবাবপত্র এবং এসি বাবদ ২.০০ লক্ষ) মোট ৮৭.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ এবং এক অঙ্গের অর্থ অন্য অঙ্গে ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়নি;	৪.২ ডিপিপি'র অনুমোদিত অংগের সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে প্রকল্প সংশোধন অথবা আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে (অনু: ১৩.২);
৪.৩ **বরিশাল রেজিস্ট্রি অফিস ভবনটির স্পেসের সংকুলান না হওয়া:** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেজিস্ট্রি ভবনটি প্রায় ২ বছর যাবৎ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নির্মিত ৩ তলা ভবনে নথিপত্র সংরক্ষণ ও জমি-জমার কাজে উপস্থিত জনগণের সংখ্যাধিক্যতার কারণে স্পেস সংকুলান দু:সাধ্য হচ্ছে মর্মে জানানো হয়েছে। এছাড়া ভবনটির	৪.৩ বরিশাল রেজিস্ট্রি অফিস ভবনটি সম্প্রসারণ প্রয়োজন বিধায় সমজাতীয় ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণকালে আলোচ্য অফিসটি উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও চারিদিকে সুউচ্চ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা করা যেতে পারে (অনু: ১৩.৩);

সমস্যা	সুপারিশ
যত্রতত্র নথিপত্র, আবর্জনা দেখা গেছে। বাউন্ডারী ওয়ালটির চারিদিকে বিশেষ করে দক্ষিণ দিকে দেয়া হয়নি এবং রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে দলিল লেখকদের ছোট ছোট অসংখ্য দোকান দেখা গেছে;	
৪.৪ **নলছিটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের আঙ্গিনা পিচ্ছিল থাকা:** ঝালকাঠী জেলার নলছিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসটির সম্মুখের পাকা ছোট আঙ্গিনাটি বর্ষার পানিতে পিচ্ছিল হয়ে যায়। প্রতিকারে কোনরূপ পরিচর্যা/ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি;	৪.৪ নলছিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আঙ্গিনায় পিচ্ছিলতা কমানোর জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে (অনু: ১৩.৪);
৪.৫ **প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকা:** নারায়ণগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রি এবং বরিশালের মুলাদী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি ভবনের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে; এবং	৪.৫ নির্মিত অফিস ভবনগুলো স্থানীয়ভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটির আওতায় ২য় পর্যায়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণকৃত এলাকাসমূহে ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সাথে অন্য যে সকল এলাকায় জমি পাওয়া যায়নি, সে সকল এলাকার ভূমিসহ নির্মাণ ব্যয় উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রি এবং বরিশালের মুলাদী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি ভবনের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে গৃহীতব্য ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যায়;
৪.৬ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী:** প্রকল্পটির মোট মেয়াদকালে গণপূর্ত বিভাগের মোট ৮ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন। যার মধ্যে সর্ব নিম্ন মেয়াদ ছিল ২ মাস এবং সর্বোচ্চ ২ বছর। দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলার ৫৪টি এলাকায় গৃহীত নির্মাণধর্মী এ ধরনের প্রকল্পের ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত হয়নি।	৪.৬ প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর জারীকৃত স্মারক নং-১৩০ ও তারিখ: ২০/০৮/২০১৪ অনুসরণ করতে হবে। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরিহার করবে;
"Implementation of CEDAW for Reducing Violence against Women (2nd Revised)"	
৪.৭ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ: আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর (Project Completion Report) প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটির পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ১ বছর ৭ মাস পরে। প্রকল্পটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও পিসিআর দেরিতে পাওয়ায় আইএমইডি'র কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়; এবং	৪.৭ প্রকল্পটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও পিসিআর দেরিতে পাওয়ায় আইএমইডি'র কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। যথাসময়ে সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও সচেষ্ট থাকতে হবে; এবং
৪.৮ **পিসিআর-এ ভুল তথ্য সন্নিবেশ করা:** সর্বশেষ সংশোধিত টিএপিপিতে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল সর্বমোট ৯৬.৪৭ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১.৪৭ লক্ষ টাকা। পিসিআর-এর পৃষ্ঠা নং-৩ অনুচ্ছেদ নং-২ এ মোট ব্যয় এবং প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ৮৭.১৫ ও ৭২.১৫ লক্ষ টাকা।	৪.৮ ভবিষ্যতে সমাপ্ত প্রকল্পের নির্ভুল পিসিআর প্রেরণে আরও যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

"২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৬৩টি উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ"
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন ২০১৩)

১। **প্রকল্পের অবস্থান:** দেশের ২০টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায়

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন (নির্মাণ কাজের জন্য)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ:** আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৭)
৭৩৯৮.৮৮	১৩০১৭.৭৭	১০৬৭৩.৫৭	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১০ (৪ বছর)	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১২ (৬ বছর)	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৩ (৭ বছর)	৩২৭৪.৬৯ (৪৪.২৫%)	৩ বছর (৭৫%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রাজস্ব খাত					
১.	জনবল	সংখ্যা	১২.৫৬	২	০.০০	-
২.	মাটি পরীক্ষা, যন্ত্রপাতি পরীক্ষা	সেন্টার	৫৪.০০	৫৪	১৪.৬৭	১৯
৩.	যানবাহন ভাড়া (প্রকল্প পরিচালকের জন্য)	সংখ্যা	২৩.৪০	১	০.২১	১
৪.	ষ্টেশনারি ক্রয় (প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)	থোক	২.০০	থোক	৫.০০	থোক
	মূলধন খাত:					
৫.	জমি অধিগ্রহণ	একর	১৪২১.৩৯	১০.৫৯	১৩৩৮.৪৬	৯.৯৭
৬.	ভবন নির্মাণ	ব:মি:	৭৬০৪.০৮	৩৬৩৮১.৬৩	৬৪০৩.৮৭	৩০৬৩৯.২৪
৭.	লোহার র‍্যাক, এজলাস, গ্যাংওয়ে	ব:মি:	১১২২.৭৩	১৪০৭২.৪২	৮৬২.২৪	১০৮০৭.৪১
৮.	অভ্যন্তরীণ পয়:প্রণালী	ব:মি:	১৯০.০৬	৩৬৩৩৫.১০	১৯৭.১০	৩৬৩৩৫.১০
৯.	বহি: পয়:প্রণালী	সেন্টার	৩২০.৩৪	৫৪	২৪২.১৩	৪৮
১০.	অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ	ব:মি:	৩৪৪.৮১	৫৪	২৪২.০০	৪৮
১১.	বহি: বিদ্যুৎ	সেন্টার	২৮৭.৩১	৫৪	২৩৪.৭৪	৪৮
১২.	অগ্নি নির্বাপক	সেন্টার	২৬.৫৬	৫৪	১৪.৯৪	৪৮
১৩.	ড্রেন এন্ড অ্যাপ্রোন	সেন্টার	৭৮.৩৪	৫৪	৫৮.২৮	৪৮
১৪.	কম্পাউন্ড রোড	ব:মি:	১৮৭.০৮	১৩৫২১.৮৮	১৮৯.১১	১৩৫২১.৮৮
১৫.	বাউন্ডারী ওয়াল	রানিং মি:	৫৬২.৫৯	৯৪৭৪.৭৭	৬৪০.৮৪	৯৪৭৪.৭৭
১৬.	সাইট উন্নয়ন	ঘ:মি:	১২৫.৬৯	৮৫৯৫৮.৩০	৯৫.৫০	৭০৪৮৫.৮১
১৭.	আরবরি কালচার	সেন্টার	১০.৮০	৫৪	৪.০৯	৪৮
১৮.	কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ইউপিএস ও প্রিন্টার	সেট	৩.৫০	১	৩.০০	১
১৯.	আসবাবপত্র এবং এসি (প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)	থোক	২.৫০	১	৪.৫০	১
২০.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	২৪৫.৮৬	থোক	১২২.৮৯	থোক
২১.	মূল্য বৃদ্ধি	থোক	৩৮৭.১৮	থোক	০.০০	থোক
	সর্বমোট:		**১৩০১৭.৭৮**		**১০৬৭৩.৫৭**	**৯৮%**

তথ্য সূত্র: পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ২০টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৩৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ এবং ২য় পর্যায়ে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণের জন্য ২৪টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সংস্থান

ছিল। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ২০টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ১৮টি অফিসের কাজ হাতে নেয়া হলেও জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের কাজ আংশিক অর্থাৎ প্রায় ৬০% বাস্তব কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া জমি না পাওয়ায় গাজীপুর এবং নেত্রকোনা কেন্দ্রের কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ৩৪টি উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৩টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। অর্থাৎ জমি না পাওয়ায় ১টি সাব-রেজিস্ট্রার (মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলা) কেন্দ্রের কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলা কেন্দ্রের কাজ সময়ের অভাবে ৪৫% বাস্তব কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের গৃহীতব্য ২য় পর্যায়ে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণের জন্য ২৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্রের জমি ক্রয় করা হলেও জমির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এখনও বাকী ১৩টি কেন্দ্রের জমি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। জমি ক্রয়কৃত কেন্দ্রগুলো হলো-ধোবাউড়া (ময়মনসিংহ), চাটমোহর (পাবনা), সুজানগর (পাবনা), বিরামপুর (দিনাজপুর), সেনবাগ (নোয়াখালী), লেমুয়া (ফেনী), শৈলকুপাপ (ঝিনাইদহ), মহেষপুর (ঝিনাইদহ), পাইকগাছা (খুলনা), কালিয়া (নড়াইল) এবং মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর)।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ**

৭.১ **পটভূমি:** বিদ্যমান জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহ অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ অবস্থায় বিরাজ করায় অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও আগত জনগণের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের গতিশীলতা এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি বিবেচনায় ২০টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং ৬৩টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণের জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ হল:

(ক) ২০টি জেলা রেজিস্ট্রি ও ৬৩টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ;

(খ) রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বর্ধিত সুবিধা প্রদান এবং সরকার ও জনগণের মূল্যবান নথি-পত্র, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি সংরক্ষণের লক্ষ্যে রেকর্ড কক্ষ নির্মাণ; এবং

(গ) ২য় পর্যায়ের জন্য ২৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণ।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:** প্রকল্পটির মূল ডিপিপি'র উপর ৩১/০৫/২০০৬ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে ৭৩৯৮.৮৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৪/০৯/২০০৬ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রথম সংশোধন: প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে পিডব্লিউডি'র সিডিউল রেটের পরিবর্তন, জমির মূল্য বৃদ্ধি, প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ, যানবাহন, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র ক্রয়, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, স্থাপত্য নকশায় ও প্রকল্প ব্যয়ে সিঁড়ি অন্তর্ভুক্ত প্রভৃতি কারণে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় সংশোধিত প্রকল্পটির উপর গত ১১/০৫/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভা এবং পুনর্গঠিত ডিপিপি'র উপর পুরনায় অনুষ্ঠিত ২৬/০৭/২০০৯ তারিখের পিইসি সভার সুপারিশক্রমে 'একনেক' কর্তৃক গত ২৪/১১/২০০৯ তারিখে সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩০১৭.৭৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৪/১২/২০০৯ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হয়।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ আইএমইডি কর্তৃক গত ৩০/০৮/২০১৪ তারিখে বরিশাল সদর, ৩১/০৮/২০১৪ তারিখে ঝালকাঠি জেলার নলসিটি, ১৯/০৯/২০১৪ তারিখে নেত্রকোণা জেলার বারহাট্রা উপজেলা এবং ১৮/১১/২০১৪ তারিখে জেলা রেজিস্ট্রি অফিস নারায়ণগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শনকৃত রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রার ভবনের নির্মাণ কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল:

৯.১ **বরিশাল রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ**

গত ৩০/০৮/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বরিশাল সদরে নির্মিত জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বরিশাল বিভাগের গণপূর্ত কার্যালয়ের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব বরুন কান্তি বিশ্বাস, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো: কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের দিন শনিবার হওয়া সত্বেও রেজিস্ট্রার অফিসের অফিস সহকারী জনাব আব্দুল লতিফ ও কতিপয় কর্মচারী অফিসে ছিলেন। ভবনটি ৫ তলা ফাউন্ডেশনে এ পর্যায়ে ৩ তলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। পাইল ফাউন্ডেশন দেয়া হয়েছে মর্মে উপস্থিত প্রকৌশলীগণ জানান। নীচ তলায় ষ্টোর, সাব-রেজিস্ট্রারের এজলাস, অফিস সহকারীর কক্ষ ও নথিপত্র রাখার জন্য কক্ষের সংস্থান করা হয়েছে। দ্বিতীয় তলায় জেলা রেজিস্ট্রার এবং তার অফিসের জন্য আনুষংগিক সুবিধা এবং ৩য় তলায় রেকর্ড রুম, নকল অফিস ও নকলখানা রাখা হয়েছে। প্রতি ফ্লোর ৪২০০ বর্গফুট বিশিষ্ট। বাহ্যিকভাবে ভবনের নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। ২ বছর

পূর্বে ভবনটি জেলা রেজিস্ট্রারকে বুঝিয়ে (Handover) দেয়া হয়েছে। ভবনটি রেজিস্ট্রার অফিস হিসেবে তখন থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে গত ২ বছরে ব্যবহারের ফলে দেয়াল, টয়লেট, সিঁড়ির নীচ ইত্যাদি অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যত্রতত্র পুরোনো ফাইল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। স্থান সংকুলান কষ্টসাধ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। রেজিস্ট্রার ভবনের চারিদিকে বিশেষত: দক্ষিণ দিকে দলিল লেখকদের ছোট ছোট অসংখ্যা দোকান দেখা গেছে। ভবনটির উত্তর পার্শ্বে রেজিস্ট্রার অফিসের আওতায় কিছু অংশ খালি জায়গা রয়েছে। উপস্থিত সকলে অবহিত করেন যে, বরিশাল রেজিস্ট্রার অফিস ১৯০১ সালেরও পূর্বের রেকর্ড/পত্র রয়েছে। বরিশাল পুরাতন জেলা হিসেবে নথিপত্র বেশী। তারা ভবনটির উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

৯.২ **সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্মাণ, নলছিটি, ঝালকাঠি**

পরিদর্শনকালে ঝালকাঠি গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ইঞ্জিনিয়ার মো: মুনিরুল মুস্তাক এবং সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মো: শাহজাহান মোল্লা উপস্থিত ছিলেন। ৪ তলা ফাউন্ডেশনে ১ তলা বিশিষ্ট ভবনটির সম্মুখ অংশের আংগিনা পাকা ও পিচ্ছিল। নির্মিত ভবনে সাব-রেজিস্ট্রারের এজলাস ও খাস-কামরা, স্টাফদের অফিস কক্ষ, নকল নবিসদের বসার জায়গা এবং রেকর্ডরুমের সংস্থান রাখা হয়েছে। ২০১২ সালে ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। ২ বছর ব্যবহার সত্বেও ভিতরটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

৯.৩ **সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, বারহাট্টা, নেত্রকোণা**

পরিদর্শনকালে নেত্রকোণা জেলার গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়া সত্বেও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসটি খোলা ছিল এবং কয়েকজন স্টাফ কর্মরত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, মেইন গেট, গভীর নলকূপ এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মেসার্স বাপ্পী এন্টারপ্রাইজ, ৭/১, পুরাতন এফডিসি রোড, তেজগাঁও, ঢাকা অফিস ভবন নির্মাণের কাজ করেছে। মোট টেন্ডারমূল্য ছিল ১,৪৫,৬৪৯১.৫৪ টাকা। গত ১৯/০৬/২০১২ তারিখে নির্মিত ভবনটি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সাব-রেজিস্ট্রার অফিসকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। ভবনটির নির্মাণ কাজ বাহ্যিকভাবে সন্তোষজনক। ভবনের ভিতরে কমন স্পেসটি দলিল লেখকদের বসার জন্য টেবিল, চেয়ারে ভর্তি। ভবনটির কোথাও কোন ফাটল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

৯.৪ **রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জ**

গত ১৮/১১/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার রেজিস্ট্রার ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের নারায়ণগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার সামসুজ্জোহা, সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান মিল্কি ট্রেডার্স এন্ড বিল্ডার্স এর স্বত্বাধিকারী জনাব আতিকুর রহমান মিল্কি উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, প্রথমে জমি পেতে বিলম্ব হওয়ায় এ ভবনের কাজ শুরুতে বিলম্ব হয়। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান বস্তি উচ্ছেদে আরও সময়ক্ষেপণ হয়েছে। প্রকল্প এলাকাটি নীচু বিধায় মাটি ভরাট করে কাজ শুরু করতে সময় লেগেছে। মূল সড়ক থেকে ঠিকাদারের নিজস্ব অর্থে একটি Temporary Culvert তৈরী করে কাজ শুরু করা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৩/০৯/২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সাইট বুঝিয়ে দিতে ৪ মাস বিলম্ব হয়। পাইল টেস্টিং, প্রি-কাস্ট পাইল বসাতে বর্ষাকাল চলে আসায় আরও সময়ক্ষেপণ ঘটে। এ কারণে প্রকল্পের কাজ শুরু করেও পুরোপুরি শেষ করা সম্ভব হয়নি। মূল ভবনের নির্মাণ কাজের চুক্তির মেয়াদ ছিল ১ বছর। মূলত: এ নির্মাণ কাজের জন্য ২৩/০৯/২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৯ মাসের মধ্যেই প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ফলে প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ রেজিস্ট্রার অফিসের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজ (Measurement Book) অনুযায়ী বিল পুরোপুরি পরিশোধ করা হয়নি। তবে ঠিকাদারের পাওনার পরিমাণ তিনি জানাতে পারেননি।

৫০ শতক জমিতে ৪ তলা ফাউন্ডেশনে ৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের তিন তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই আংশিক ব্রীক ওয়াল নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। ভবনটির স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। ২টি রেকর্ডরুমে সেল্ফ বসানো হয়েছে। বাউন্ডারী ওয়ালের তিনদিকের কাজ শেষ। নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে কিছু ইট সারিবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে। নির্মাণ কাজের সার্বিক মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়। ৩য় তলা পর্যন্ত বাকী কাজ সমাপ্ত করতে প্রায় ১৯৭.৬৬ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ জানিয়েছেন। অসমাপ্ত ভবনটিতে রাতে বখাটে ছেলেদের আড্ডা হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলে সম্ভাব্য ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের মাধ্যমে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি**

প্রকল্পের আওতায় জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১০৬৭৩.৫৭ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮১.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্র: সা:		মোট	টাকা	প্র: সা:	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	-	(৮)	(৯)	(১০)	
২০০৫-২০০৬	-	-	-	-	-	-	-	-
২০০৬-২০০৭	-	-	-	-	-	-	-	-
২০০৭-২০০৮	-	-	-	-	-	-	-	-
২০০৮-২০০৯	১১৩৬.৬৮	১১৩৬.৬৮	-	১৩৫০.০০	১১৩৬.৬৮	১১৩৬.৬৮	-	২১৩.৩২
২০০৯-২০১০	৩৫৪৯.০৮	৩৫৪৯.০৮	-	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	-
২০১০-২০১১	৩৬৯৮.১৬	৩৬৯৮.১৬	-	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	-
২০১১-২০১২	৪৬৩৩.৮৫	৪৬৩৩.৮৫	-	৩৪৫০.০০	২৫৬৭.১৩	২৫৬৭.১৩	-	৮৮২.৮৭
২০১২-২০১৩	১৯৯৯.৫০	১৯৯৯.৫০	-	১৯৯৯.৫০	১৪৭১.৬৯	১৪৭১.৬৯	-	৫২৭.৮১
মোট ঃ	**১৫০১৭.২৭**	**১৫০১৭.২৭**	**-**	**১২২৯৯.৫০**	**১০৬৭৫.৫০**	**১০৬৭৫.৫০**	**-**	**১৬২৪.০০**

তথ্য সূত্র: পিসিআর

উপরের সারণী হতে দেখা যায়, বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ১৫০১৭.২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ১২২৯৯.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ১০৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ১৬২৪.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। এ অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে বিধি মোতাবেক জমা সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্প কার্যালয় হতে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৮ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে (প্রেষণে) নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হল:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মো: সলিম উল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬/০৫/২০০৪	২৮/০৬/২০০৬
এ.এ.এম. মনির উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১/০৭/২০০৭	০২/০৭/২০০৯
এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৫/০৭/২০০৯	২৬/০৯/২০০৯
আইনুল ফরহাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২৭/০৯/২০০৯	০৩/০৭/২০০৯
ফৌজি মোহাম্মদ বিন ফরিদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৩/০৭/২০১০	১২/০৮/২০১১
মো: মিজানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১২/০৮/২০১১	১৮/০৩/২০১২
মো: আব্দুল হাই, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৮/১১/২০১২	০৭/০১/২০১৩
মো: শফিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৮/০১/২০১৩	সমাপ্ত পর্যন্ত

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	২০টি জেলা রেজিস্ট্রি ও ৬৩টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ;	(ক)	২০টি জেলা রেজিস্ট্রার কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টি কেন্দ্রের কাজ হাতে নেয়া হলেও জমি অধিগ্রহণ বিলম্ব হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের কাজ আংশিক অর্থাৎ ৬০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া জমি না পাওয়ায় গাজীপুর এবং নেত্রকোনা কেন্দ্রের কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। ৩৪টি উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৩টি কেন্দ্রের কাজ হাতে নেয়া হয়। অর্থাৎ জমি না পাওয়ায় ১টি সাব-রেজিস্ট্রার (মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলা) কেন্দ্রের কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলা কেন্দ্রের কাজ সময়ের অভাবে ৪৫% কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। মূলত: জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণেই নারায়ণগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রার অফিস এবং মুলাদী সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পরিদর্শিত এলাকায় নির্মিত ভবনসমূহ পুরোদমে অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে;

(খ)	রেজিস্ট্রি অফিস সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বর্ধিত সুবিধা প্রদান এবং সরকার ও জনগণের মূল্যবান নথি-পত্র, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি সংরক্ষণের লক্ষ্যে রেকর্ড কক্ষ নির্মাণ; এবং	(খ)	রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারীদের অফিস স্পেসের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূল্যবান নথি পত্র রাখার জন্য রেকর্ড রুম তৈরী করা হয়েছে; এবং
(গ)	২য় পর্যায়ের জন্য ২৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণ।	(গ)	আলোচ্য প্রকল্পে ২য় পর্যায়ে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণের জন্য ২৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্রের জমি ক্রয় করা হলেও ১৩টি উপজেলার জন্য জমির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

১৩। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:**

১৩.১ **পিসিআর-এ যথাযথ তথ্য না দেয়া:** প্রাপ্ত পিসিআর-এ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রার এবং বরিশালের মুলাদি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের অসমাপ্ত কাজের উল্লেখ নেই। এছাড়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে ২৪টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান থাকলেও এ বিষয়ে পিসিআর-এ কোন তথ্য সন্নিবেশ করা হয়নি;

১৩.২ **ডিপিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়:** অনুমোদিত অংগসমূহের মধ্যে সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত (স্টেশনারী ক্রয় ৩.০০ লক্ষ, অভ্যন্তরীণ পয়:প্রণালী ২.০৪ লক্ষ, কম্পাউন্ড রোড ২.০৩ লক্ষ, বাউন্ডারী ওয়াল ৭৮.২৫ লক্ষ, আসবাবপত্র এবং এসি বাবদ ২.০০ লক্ষ) মোট ৮৭.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ এবং এক অঙ্গের অর্থ অন্য অঙ্গে ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়নি;

১৩.৩ **বরিশাল রেজিস্ট্রি অফিস ভবনটির স্পেসের সংকুলান না হওয়া:** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেজিস্ট্রি ভবনটি প্রায় ২ বছর যাবৎ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নির্মিত ৩ তলা ভবনে নথিপত্র সংরক্ষণ ও জমি-জমার কাজে উপস্থিত জনগণের সংখ্যাধিক্যতার কারণে স্পেস সংকুলান দু:সাধ্য হচ্ছে মর্মে জানানো হয়েছে। এছাড়া ভবনটির যত্রতত্র নথিপত্র, আবর্জনা দেখা গেছে। বাউন্ডারী ওয়ালটির চারিদিকে বিশেষ করে দক্ষিণ দিকে দেয়া হয়নি এবং রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে দলিল লেখকদের ছোট ছোট অসংখ্য দোকান দেখা গেছে;

১৩.৪ **নলছিটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের আঙ্গিনা পিচ্ছিল থাকা:** ঝালকাঠী জেলার নলছিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসটির সম্মুখের পাকা ছোট আঙ্গিনাটি বর্ষার পানিতে পিচ্ছিল হয়ে যায়। প্রতিকারে কোনরূপ পরিচর্যা/ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি;

১৩.৫ **প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকা:** নারায়ণগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রি এবং বরিশালের মুলাদী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি ভবনের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে; এবং

১৩.৬ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী:** প্রকল্পটির মোট মেয়াদকালে গণপূর্ত বিভাগের মোট ৮ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন। যার মধ্যে সর্ব নিম্ন মেয়াদ ছিল ২ মাস এবং সর্বোচ্চ ২ বছর। দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলার ৫৪টি এলাকায় গৃহীত নির্মাণধর্মী এ ধরণের প্রকল্পের ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত হয়নি।

১৪। **সুপারিশ:**

১৪.১ ডিপিপি'র অনুমোদিত অংগের সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে প্রকল্প সংশোধন অথবা আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে (অনু: ১৩.১);

১৪.২ বরিশাল রেজিস্ট্রি অফিস ভবনটি সম্প্রসারণ প্রয়োজন বিধায় সমজাতীয় ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণকালে আলোচ্য অফিসটি উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও চারিদিকে সুউচ্চ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা করা যেতে পারে (অনু: ১৩.৩);

১৪.৩ নলছিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আঙ্গিনায় পিচ্ছিলতা কমানোর জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে (অনু: ১৩.৪);

১৪.৪ নির্মিত অফিস ভবনগুলো স্থানীয়ভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটির আওতায় ২য় পর্যায়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণকৃত এলাকাসমূহে ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সাথে অন্য যে সকল এলাকায় জমি পাওয়া যায়নি, সে সকল এলাকার ভূমিসহ নির্মাণ ব্যয় উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রি এবং বরিশালের মুলাদী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি ভবনের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে গৃহীতব্য ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যায়;

১৪.৫ প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর জারীকৃত স্মারক নং-১৩০ ও তারিখ: ২০/০৮/২০১৪ অনুসরণ করতে হবে। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরিহার করবে;

১৪.৬ ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণকালে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রতিফলন নিশ্চিত করবে;

১৪.৭ প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে; এবং

১৪.৮ অনুচ্ছেদ ১৪.১ থেকে ১৪.৭ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্মন্ধে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

"Addressing Violence Against Women through IOM"

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : আইন ও বিচার বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (জিওবি) (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (জিওবি) (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৮০.৭১ ১৫.০০ (৬৫.৭১)*	--	৮০.৭১ ১৫.০০ (৬৫.৭১)*	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	--	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩**	--	৬ মাস (১৬.৬৬%)

* Multi Doner Trust Fund (MDTF) through International Organization for Migration (IOM)

** ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	Project Director/Focal Point	জনমাস	১৫.০০	৩৬ জনমাস	১৫.০০	৩৬ জনমাস
০২	IOM Project Support Cost	জনমাস	২১.০১	৩৬ জনমাস	২১.০১	৩৬ জনমাস
০৩	Development of Judiciary Training Manual	থোক	৪.৭৭	৫০ দিন	৪.৭৭	৫০ দিন
০৪	Consultation meeting for sharing the draft manual	সংখ্যা	০.০১	১টি	০.০১	১টি
০৫	Printing of manual	সংখ্যা	৪.৬০	১৪০০টি	৪.৬০	১৪০০টি
০৬	Organize training for Judges	সংখ্যা	২৬.১৩	২৪টি	২৬.১৩	২৪টি
০৭	Organize training for Prosecutors	সংখ্যা	৭.৫০	৮টি	৭.৫০	৮টি
০৮	Project monitoring visit	সংখ্যা	১.১৬	৬টি	১.১৬	৬টি
০৯	PIC meeting	সংখ্যা	০.৫৩	৬টি	০.৫৩	৬টি
	মোটঃ		**৮০.৭১**		**৮০.৭১**	**-**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ পটভূমিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমাঅধিকারের নিশ্চিয়তা রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অশিক্ষা ও আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে। ফলে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ আজ পিছিয়ে আছে। একদিকে যেমন বাংলাদেশে নারীদের জন্য আইন বৈষম্যমূলক অন্যদিকে তেমনি আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বর্ণিত নারীদের বৈষম্যদূরীকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে নিপীড়নরোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য পিছিয়ে পড়া নারীসমাজকে সমাজের মূল স্রোত ধারায় ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট ফান্ড-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকারের সাথে নারীর বিরুদ্ধে ভায়োলেন্স রোধকল্পে প্রায় ৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন

ডলারের একটি যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। উক্ত আমব্রেলা কর্মসূচির আওতায় আইন ও বিচার বিভাগের বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নারী অধিকার সংক্রান্ত আইন বিষয়ে একটি Judidiary Training Manual প্রণয়ন করা হবে এবং উক্ত ম্যনুয়েলের ভিত্তিতে ৯৬০ জন বিচারক এবং ৩২০ জন প্রসিটিউটরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা আইনের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারকগণের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের মাত্রা হ্রাস পাবে। আইওএম প্রকল্প বাস্তবায়নে JATI (Judicial Administration Training Institute) -কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগপূর্বক নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

(ক) বিচার বিভাগের সাথে সম্প্রক্ত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
(খ) জেন্ডার এবং জেন্ডার বৈষম্যকরণ সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য করা; এবং
(গ) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্টেকহোল্ডারস এবং গেইটকিপারদে সচেতনতা, নেটওয়ার্ক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৮.১ **প্রকল্প অনুমোদনঃ** প্রকল্পটির টিপিপি'র উপর ০১/১২/২০১০ তারিখে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত টিপিপি তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৭/০১/২০১১ তারিখে ৮০.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট এর পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আজিজুল ইসলাম ১৩/০৪/২০১১ ইং তারিখ থেকে ৩১/০৫/২০১১ ইং তারিখ পর্যন্ত এ প্রকল্পে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ জাকির হোসেন ০৫/০৭/২০১১ ইং তারিখ থেকে প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত (জুন, ২০১৩) খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ১৭/১১/২০১৪ তারিখে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রকল্পের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক বদলিজনিত কারণে না থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব আলমগীর এস রহমান (যিনি প্রকল্পের Focal Point হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন) উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর বর্তমান পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি খন্দকার মুসা খালেদ এর সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। পরিদর্শনকালে JATI (Judicial Administration Training Institute) এর নিকট প্রকল্প সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য সংরক্ষিত না থাকায় প্রকল্পটির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা IOM এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯/১১/২০১৪ তারিখ IOM এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কি কি তথ্য প্রয়োজন তা E-mail-এর মাধ্যমে চাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী E-mail-এ তথ্য চাওয়া হয়। অদ্যাবধি কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য এবং পিসিআর বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১১.১ **Development of Judiciary Training Manual:** নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়। ট্রেনিং ম্যানুয়েলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেদোয়ানুল হক

পি.এইচ.ডি তৈরি করেন। ম্যানুয়েলটিতে ৬টি অধ্যায়ে প্রাসংগিক বিভিন্ন বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতার সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, ঘোষণা, চুক্তিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। VAW বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত হাইকোর্ট ডিভিশন এবং নারী ও শিশু-নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল এর অনুসরণীয় সিদ্ধান্তসমূহ তুলে ধরা হয়েছে ম্যনুয়েলটিতে। সার্বিক বিবেচনায় ট্রেনিং ম্যনুয়েলটি একটি যুগপোযোগী ম্যানুয়েল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ম্যনুয়েলটি তৈরির জন্য অধ্যাপক রেদোয়ানুল হক ৫০ দিবস কাজ করেছেন এবং এ বাবদ টিপিপির প্রাক্কলিত ৪.৭৭ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

১১.২ **Consultation Meeting for sharing the draft manual:** Training Manual সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য PIC'র সদস্যবৃন্দকে Draft Manual for Judges and Procecutors on violence Against Women এর কপি সরবরাহ করা হয়। ২৯/০৮/২০১১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রকল্প পরিচালক IOM কর্তৃক নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞ ড. রেদোয়ানুল হক এক সাথে বৈঠক করেছেন এবং JATI'র কর্মকর্তাগণ খসড়া ম্যনুয়েলটি পর্যালোচনা করে অধিকতর উন্নয়নের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান করেছেন। PIC'র সদস্যবৃন্দ ম্যনুয়েলটির বিষয় এবং কাঠামোর ব্যাপারে মূল্যবান মতামত প্রদান করেছেন। বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিভিন্ন মতামত গ্রহণপূর্বক ম্যনুয়েলটি improve করে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়।

১১.৩ **Printing of Manual:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিচারক এবং আইনজীবীগনের ট্রেনিং এর জন্য ৪.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪০০টি ট্রেনিং ম্যানুয়েল ছাপানো হয়।

১১.৪ **Organise Training for Jud ges:** এই প্রকল্পের আওতায় ২৬.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেলা জজদের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয় ২৪টি প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে ৯৭৯ জন জেলা জজকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১.৫ **Organise Training for Prosecutors:** ৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩২২ জন আইনজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ** পিসিআর এবং IOM কর্তৃক প্রেরিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির অর্জন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বিচার বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	ক) এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১৩০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে ৯৭৯ জন বিচারক এবং ৩২২ জন আইনজীবী। এতে বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
খ) জেন্ডার এবং জেন্ডার বৈষম্যকরণ সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য করা; এবং	খ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যে ট্রেনিং ম্যনুয়েলটি তৈরি করা হয়েছে সেটি পর্যালোচনায় দেখা যায় ম্যনুয়েলটিতে জেন্ডার এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক Convention, Declaration, Covenant এর পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচলিত এ সংক্রান্ত অধিকাংশ আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ম্যনুয়েলটি প্রত্যেক প্রশক্ষণার্থীকে প্রদান করায় বিচারক এবং আইনজীবীগণ জেন্ডার ও জেন্ডার বৈষম্যকরণ সম্পর্কিত তথ্য এখন খুব সহজে হাতের কাছে পেয়ে যাবেন।
গ) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্টেকহোল্ডার এবং গেইটকিপারদের সচেতনতা, নেটওয়ার্ক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	গ) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণসূচীতে আলোচ্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৩.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির টিপিপি এবং পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় মূলত জেলা জজ ও আইনজীবীগনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির পরবর্তী সময়ে কোন দৃশ্যমান outcome থাকে না। বর্তমান প্রকল্পে নারীর প্রতি সহিসংতা বিষয়ে আইনী সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য হওয়া, স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ধরণের প্রশিক্ষণকে চলমান রাখা ও টেকসই করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যে ট্রেনিং ম্যনুয়েলটি তৈরি করা হয়েছে সেখানে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হিসেবে যে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে তা যথাযথ।

তাছাড়া ম্যনুয়েলটিতে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জেন্ডার বৈষম্যকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন, উচ্চ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত, নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে যে সকল সংস্থা কাজ করে সে সংস্থাগুলোর তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় ট্রেনিং ম্যনুয়েলটি একটি মানসম্মত এবং যুগপোযোগী ম্যনুয়েল এবং এর আলোকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা বিচার বিভাগের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের বিচারিক কাজে এবং সহিংসতার শিকার নারীদের ন্যায় বিচার প্রদান নিশ্চিতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এই প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ১৩/০৭/২০১৪ তারিখ অর্থাৎ প্রায় ১ বছর ১ মাস পর;

১৪.২ **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে না পারাঃ** প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক ব্যয় এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত ডকুমেন্ট এবং তথ্যাদি International Organization for Migration (IOM) এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। পরবর্তীতে IOM এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় নাই; এবং

১৪.৩ **সবগুলো অংগে বরাদ্দের সমান ব্যয় হওয়াঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১০টি অংগের বিপরীতে ৮০.৭১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং পিসিআরে ১০টি অংগের বিপরীতে ৮০.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের সকল অংগে টিপিপি সংস্থানের ঠিক সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়া অস্বাভাবিক।

১৫.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা ঃ

১৫.১ ভবিষ্যতে যে কোন সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সহযোগিতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের সময়মতো তথ্য প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.২ প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'র অংগভিত্তিক সংস্থানের সমান সমান ব্যয় হওয়া প্রায় অসম্ভব। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডি'কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

১৫.৩ এ ধরনের সক্ষমতা/দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যেসব কার্যক্রমের (সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, আলোচনা সভা ইত্যাদি) পরবর্তী সময়ে দৃশ্যমান কোন Outcome পাওয়া যায় না, সে সকল কার্যক্রম আয়োজনের পূর্বে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে, যাতে আইএমইডি কার্যক্রম চলাকালে তা পরিদর্শন করতে পারে; এবং

১৫.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির পর ৩ মাস ১৫ দিনের মধ্যে পিসিআর আইএমই বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।